"নকলকে না বলি, দিন বদলের দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশটাকে গড়ে তুলি।"

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

www.dhakaeducationboard.gov.bd

২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি

পত্র নং-৫৩৮/মাধ্য:পরী:/২০০৩/৬৬১ তারিখ: ১১/০৭/২০১৯ খ্রি:

এতদ্বারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন সকল বিদ্যালয় প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার **Online** এ ফরম পূরণ ও প্রয়োজনীয় ফি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে জমা দেয়ার তারিখ, ফি এর হার ও নিয়মাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। **Online** এ শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (**probable list**) প্রদর্শন : শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্বলিত সম্ভাব্য তালিকা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.dhakaeducationboard.gov.bd) এ ২৮/০৭/২০১৯ তারিখে দেয়া হবে। উক্ত সম্ভাব্য তালিকা হতে ৩০/০৭/২০১৯ থেকে ০৫/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে **Online** এ নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ায় ফরম পূরণ (**eFF)** সম্পন্ন করতে হবে।

(ক) প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঢাকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে **OEMS/eFF** এ ক্লিক করে EIIN ও **Password** দিয়ে **Login** করে **Probable list** এ যেতে হবে এবং **Print** করে হার্ডকপিতে লালকালি ব্যবহার করে টিক চিহ্ন দিয়ে পরীক্ষার্থী **Select** করতে হবে।

(খ) উক্ত হার্ডকপি **Probable list** এ টিক চিহ্নিত পরীক্ষার্থীর তথ্য মিলিয়ে কম্পিউটারে প্রদর্শনকৃত **Probable list** থেকে **Select** করতে হবে।

(গ) **Temporary List Print** করে ভালভাবে যাচাই/বাছাই করে প্রয়োজন হলে **Select/ UnSelect** করা যাবে।

(ঘ) চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করার পর **Pay Slip Print** বাটন এ ক্লিক করে অবশ্যই **Pay Slip** প্রিন্ট করতে হবে। নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় (যে শাখায় সোনালী সেবা চালু আছে) **Pay Slip** এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা জমা প্রদান করতে হবে। **Pay Slip** প্রিন্ট করার পর নতুন করে **Select/ UnSelect** করা যাবে না।

(ঙ) ফি এর টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে **Final submit** ও **Final Candidate List Print** বাটন **Active** হবে।

(চ) **Final Candidate List Print** করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বাক্ষর করবেন।

(ছ) **Final submit** বাটন এ ক্লিক করে অবশ্যই **Final submit** করতে হবে। অন্যথায় ফরম পূরণ সম্পূর্ণ হবে না ।

(জ) **Final submit** সম্পূর্ণ না হলে প্রবেশপত্র দেয়া হবে না।

২। পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সম্বলিত প্রিন্ট কপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ (এক) কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

৩। **ফি জমার সর্বশেষ তারিখ:** বিলম্ব ফি ছাড়া ০৬/০৮/২০১৯ এবং বিলম্ব ফি সহ ০৮/০৮/২০১৯ ।

(ক) পরীক্ষার ফি প্রতি পরীক্ষার্থী- ১০০.০০ (একশত) টাকা।

(খ) বিলম্ব ফি প্রতি পরীক্ষার্থী- ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।

(গ) কেন্দ্র ফি প্রতি পরীক্ষার্থী- ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা (কেন্দ্র নির্ধারণ হওয়ার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিস্ট কেন্দ্র সচিবকে প্রদান করতে হবে)।

(ঘ) অনলাইনে ফরম পূরণ (**eFF):** বিলম্ব ফি ছাড়া- ৩০ জুলাই ২০১৯ হতে ০৫ আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত এবং বিলম্ব ফি সহ ০৬ আগস্ট ২০১৯ হতে ০৭ আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত।

৪। **পরীক্ষার মাধ্যম** : বাংলা/ইংরেজি ভার্সন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বিষয় কোড ও ছাত্র সংখ্যা উল্লেখপূর্বক এক কপি তালিকা উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক) এর নিকট হাতে হাতে ২২/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে না। এতে শিক্ষার্থীদের কোন অসুবিধা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানই দায়ী থাকবেন।

৫। **পাঠ্যসূচি :**

(ক) এনসিটিবি থেকে গেজেটে প্রকাশিত ২০১৯ সালের অনুমোদিত বইসমূহ ৮ম শ্রেণীর পাঠ্য বই হিসেবে বিবেচিত হবে ।

৬। **পরীক্ষার্থী :**

ক) ২০১৯, ২০১৮, ২০১৭ সালের রেজিঃধারী পরীক্ষার্থীরা ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

খ) যে সকল পরীক্ষাথী ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ০১ থেকে ০৩ বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তারা ইচ্ছে করলে ইত:পূর্বে অকৃতকার্য বিষয়গুলো অথবা সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। আংশিক বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়সমূহে প্রাপ্ত জিপি সংরক্ষিত থাকবে। ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণকৃত বিষয়/বিষয়সমূহের জিপি, পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়সমূহের সংরক্ষিত জিপির সাথে যোগ করে তাদের জিপিএ নির্ধারণ করা হবে।

৭। **জিপিএ উন্নয়ন :**

কেবল ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়ে জিপিএ ৫.০০ এর কম পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীরা ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষায় এদের জিপিএ উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের জিপিএ বহাল থাকবে।

৮। **রেজিঃ নবায়নঃ** ২০১৭ সেশনের শিক্ষার্থী ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ে অকৃতকার্য (৪র্থ বিষয় বাদে) হয়েছে তারা রেজিঃ নবায়ন সাপেক্ষে ২০১৯ সালের সিলেবাস অনুযায়ী জেএসসি পরীক্ষায় উক্ত বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ২০১৭ সালের রেজি:ধারী (নবায়নকৃত) পরীক্ষার্থীদের রেজি:কার্ডে উল্লেখিত বাংলা ১ম, ২য় পত্র ও ইংরেজি ১ম, ২য় পত্রের পরিবর্তে শুধু বাংলা-১০১, ইংরেজি-১০৭আকারে বোর্ডের বিদ্যালয় শাখা হতে সংশোধন করে নিতে হবে ।

৯। ২০১৯ সেশনের শিক্ষার্থী কৃষি শিক্ষা , গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, আরবি, সংস্কৃত, পালি, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহ এনসিটিবি এর নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। পরীক্ষার্থীর রোলনম্বর পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র পরীক্ষা চলাকালীন বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনের মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর এন্ট্রি করে প্রেরণ করবে।

১০। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন :** কোন অবস্থাতেই এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে পিতা/মাতা/অভিভাবকের বদলির/যুক্তিসংগত অন্য কোন কারণে নিয়মানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে থাকলে, বোর্ডের ওয়েব সাইটে eFF প্যানেলে সংশোধনপূর্বক তার ফরম পূরণ করতে হবে।

১১। **পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়/বিষয়সমূহ :** শিক্ষার্থীর রেজি:কার্ড/প্রবেশপত্রে উল্লিখিত বিষয়/বিষয়সমূহেই তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বোর্ডের অনুমতিক্রমে বিষয় পরিবর্তন না করে রেজি:কার্ড/প্রবেশপত্র বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অংশগ্রহণকৃত উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহ বাদ দিয়েই তার ফল প্রকাশ করা হবে।

১২। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

প্রফেসর মোঃ আবুল বাশার
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

অনুলিপি প্রেরিত হলো :

সদয় জ্ঞাতার্থে:

১। সিনিয়র সচিব , মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সকল কর্মকর্তা।

কার্যার্থে:

১। উপ–পরিচালক (হি: ও নি:), মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
২। বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন জেএসসি পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান।
৫। অফিস কপি।

পরাক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা